যায়যায়দিন

তারিখ 25 JUN 2003

নতুন শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত

প্রাথমিক স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত : মাধ্যমিক স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী : বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে

এম মামুন হোসেন

শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আর মাধ্যমিক স্তর নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাতন্ত্রতা বজায় থাকবে। এ মাসের মধ্যেই প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার মতামত গ্রহণ করা হবে। সবার মতামত নিয়ে প্রণয়ন করা নতুন শিক্ষানীতি।

শিক্ষানীতি ২০০০ অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দেশে প্রচলিত বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাতন্ত্রতা বজায় থাকবে। তবে যে কোনো মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশের পরিচিতি/বাংলাদেশের ইতিহাস এ বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক স্তর হবে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। তা বস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দরকার হবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী সারাদেশে খসড়া : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

খসড়া : শিক্ষানীতির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আরো ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, ধাপে ধাপে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তারা পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিবেদনে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কৌশল এবং অর্থায়নের ব্যাপারে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা থাকছে।

স্বাধীনতার পর নয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন ও নীতি প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কমিশনের সুপারিশ বা কোনো নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

সরকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে একটি নতুন শিক্ষানীতি করার ঘোষণা দেয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ২০০০ সালে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে নতুন এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে বলে জানান।

৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৬ সদস্যের শিক্ষানীতি কমিটি গঠন করে। শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর যুগোপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে। গঠনের ২৫ দিন পর ৩ মে কমিটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েমে) প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে। ওই বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবীর চৌধুরী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কারিকুলাম একই হওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, সারাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

এতে করে নানা ধরনের বিভাজন তৈরি হচ্ছে। বিশেষ সময় পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাই আবশ্যক। এতে করে ঐক্য, সাম্য বাড়বে। ভিন্নমুখী শিক্ষার কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রবীণ এ শিক্ষাবিদ জানান। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু প্রসঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, প্রাথমিক স্তরে নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। এ বৈষম্য দূর করে প্রাথমিক স্তরে একই কারিকুলাম করতে চাই। সব শিশুর জন্য একই পদ্ধতির শিক্ষা চালু করা বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ।